I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Review Article

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ডাকাতি—একটি পর্যালোচনা

Subhajit Hazra
M.A. in Visva-Bharati University, Bolpur, Birbhum, West Bengal, India

Corresponding Author: * Subhajit Hazra

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20782973

সারসংক্ষেপ

ঔপনিবেশিক বাংলার একটি পেশা বা বৃত্তি ছিল ডাকাতি। এই ডাকাতি মূলত দেখা যায় গোটা ঊনবিংশ শতক ধরে। বিভিন্ন নেতৃবর্গরা এই ডাকাতিকে বৃত্তির কে তাড়িত করে তুলেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধনীর ধন বিশেষত লুণ্ঠেরা ধন, দুর্বল এর উদ্দেশ্যে বিতড়ন ছিল উদ্দেশ্য। শুধু তাইই নয়, এই ডাকাতি হত দুর্বল স্ত্রী লোক এর বিবাহ দেবার অক্ষমতা হলেও তা নাকি দিয়ে দেবার প্রথা চলত। 'বিশে ডাকাত' এমনি বৃত্তি বহু উদাহরণ আছে। গোটা ঊনবিংশ শতক তিনি নদীয়া, চব্বিশপরগণা সহ বাংলায় বিভিন্ন জেলায় এই বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি একাই ডাকাতি কার্য সাধিত করতেন না, তার বিশাল গ্যাং ছিল যা তার কার্য সাধিত করত। বিশে ডাকাত এর পাশাপাশি রঘু ডাকাতও বাংলার ডাকাতিকে অনেকটা প্রশারিত করেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল একই রকম তবে, এই সমস্ত নামকরা ডাকাতদের পাশাপাশি বহু জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান বহু রিপোর্টের মাধ্যমে পাওয়া গেছে তা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যা ডাকাতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। এখন এই ডাকাতির প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করব।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 13-05-2026
- **Accepted:** 16-06-2026
- **Published:** 21-06-2026
- **IJCRM:**5(3); 2026: 1035-1038
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Hazra S. ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ডাকাতি—একটি পর্যালোচনা. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):1035-1038.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

মূলশব্দ: ডাকাতি, জেমস মিল, বিশে ডাকাত, রঘু ডাকাত, ফ্যাড

© 2026 Subhajit Hazra. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ভূমিকা

প্রাক ঔপনিবেশিক পর্ব থেকেই বাংলায় অপরাধ প্রবণতা ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ যুগ থেকেই বা ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে এর মাত্রা বাড়তে থাকে। নবাবী আমলেও চুরি ডাকাতির দ্বারা মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু যখন বাংলায় কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 1765 সালে পেল ও সর্বোপরি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এর ফলে অর্থাৎ 1176 বঙ্গাব্দের ফলে, এর অপরাধের মাত্রা বাড়তে থাকে, অবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 1793 সালে কৃষক সম্প্রদায় এর জমি হস্তান্তর হয় ও নিঃস্ব হয়ে যেতে অতিরিক্ত রাজস্বের কারণে। এর ফলে, বাংলার মেটে কৃষকরা জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ও বিভিন্ন অপরাধের দিকে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পুরোনো জমিদারদের জমি হারাবার ও সম্পত্তির ফলেও তারাও ক্ষুব্ধ হয় তারাও ডাকাতির কার্যে অংশগ্রহণ করতে থাকে। অর্থাৎ এই সমস্ত ডাকাতরা ছিল এক প্রকার কৃষিজীবী। ডাকাতির কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে সিলেক্ট কমিটির সভ্যদের উত্তরে মিল সাহেব স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন–''নূতন জমিদারী ব্যবস্থাই বাংলাদেশে ডাকাতির বৃদ্ধির মূল কারণ।'' এই মন্তব্য করলে কমিটির অন্যান্য সদস্যবর্গ প্রশ্ন করেন ''ইহার পূর্বে কি বাংলাদেশে ডাকাতি ছিল না?''মিলের উত্তর—''ডাকাতি থাকিলেও এই রূপ ভয়ঙ্কর ছিল না।''

কমিটির প্রশ্ন—''বাংলাদেশের ডাকাতেরা কোন শ্রেণীর লোক?''

মিলের উত্তর—''বাংলাদেশে সর্বত্রই ডাকাতেরা কৃষিজীবী, অর্থাৎ কৃষক।''[1]

ডাকাতি হল এক ধরণের অপরাধ প্রবৃত্তি, যা গ্রামগঞ্জে দেখা যেত। এটি এসেছে হিন্দী শব্দ 'daka parna' যার অর্থ হল সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে বনজঙ্গলে নিয়ে যাওয়া। ডাকাতি ছিল একটি মারাত্মক পেশা ঔপনিবেশিক আমলে। এটি মূলত জমিদার ও কৃষকরা অবসর সময় এই বৃত্তি গ্রহণ করত। ইংল্যাণ্ডের ডাকাতরা ছিল মূলত অভাবের তাড়নায় ডাকাতি বৃত্তি গ্রহণ করত। কিন্তু বাংলার ডাকাতরা ছিল মূলত অবসর সময়ে ডাকাতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করত। এই ডাকাতি সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলার ভূ-খণ্ড কাঁপিয়ে দিয়েছিল—1841-57 সালে 24 পরগণা জেলা, বারাসাত, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, ও মেদিনীপুরে জেলাগুলিতে। মূলত এই ডাকাতির পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে 1851 সালে 524টি রেকর্ডযুক্ত কেস এর সমাধা হয় 1856 সাল পর্যন্ত।[2]

ডাকাতদের সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের মনোভাব

বাংলার ডাকাতদের সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস এক প্রকার দস্যু বলেই গণ্য করেছেন। বিভিন্ন রিপোর্টে জানা যাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাকাতি বংশগত দিকেই প্রবৃত্তি হয়েছিল। 1853 সালে, কে লিখেছিলেন, ''সে সময় এটা দেখা গিয়েছিল যে ডাকাতিটা ছিল এই পেশায় বেড়ে ওঠা সমস্ত উপজাতিগুলির কাছেই এক সাধারণ ব্যাপার, ভারতবর্ষে যেমন সৈনিক শ্রেণী বা লেখক শ্রেণী ছিল ঠিক তেমনিই ছিল দস্যু শ্রেণী এবং ঐসব মানুষেরা কঠোর ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বলিদান করে আর কেবলমাত্র নিয়তি নির্দেশিত কর্মসম্পাদন ও আরাধ্য দেবতার মঙ্গলাচরণ করেছে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নিজ সমাজভুক্ত লোকজনের সম্পত্তি ও প্রয়োজনে তাদের জীবনের উপরেও আক্রমণ চালাত।''[3] কে এর পরবর্তীকালে হাণ্টার সাহেব বলেন, ''অসংখ্য ও সমৃদ্ধশালী গোষ্ঠী যারা বংশগত জীবিকা হিসাবেই ডাকাতিকে অবলম্বন করেছে।''[4]

সাহিত্য পর্যালোচনা

ডাকাতি এর সম্পর্কে বিশেষত তাদের সংগঠন সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন পণ্ডিতরা। সুরঞ্জন দাস এর চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, এটি ছিল গ্রাম্য এলাকায় সীমাবদ্ধ। তিনি মনে করেন এটি স্থান ভেদে ডাকাতির তীব্রতা বিভিন্ন রকম ছিল। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন আব্দুল ফকির পদচ্যুত করতে চান কীভাবে হিন্দু মহাজনদের পুলিশ ষ্টেশন থেকে তার ফলে ডাকাতি সংঘটিত হয় রাজশাহী জেলাতে যা পরিচিত হয় স্থানীয় নামে পরিচিত ছিল শেখ গুড্ডাই নামে। ঐ একই সময়ে মুসলিম বা নিজরাই ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করে নিজদের সংঘর্ষ এর ফলে। জমিদার ঈশানবাবু প্রতিষ্ঠিত ডাকাতদের সংগঠন ছিল। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন কেশব বাবুকে।[5]

অন্যদিকে মহারাণী সুমতি দেবী ডাকাতি কয়েকটির উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন ডাকাতদের যদি নারীর সাহচর্য পেত তাহলে তারা তাদের 'মাতা', 'রাণী', 'কন্যা' ইত্যাদি সম্মানে তারা ভূষিত করত। তিনি দেখিয়েছেন ডাকাতরা তাদের যথেষ্ট সম্মান করত। তিনি দেখিয়েছিলেন, তার বইতে বরং ডাকাতরা তাদের ভয় দেখাত না। কোনো অসম্মানও করত না বরং সম্মান করত।

সুনীল নায়ার দেখিয়েছিলেন, যে, 31 Oct, 1876 সালে পূর্ববাংলার উপকূল অঞ্চলে বিশেষ করে বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চিতোরগাঁও অঞ্চলে ব্যাপক ডাকাতি দেখা যায়। এর প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। এর মধ্যে, বেশীর ভাগ অপরাধী জেল থেকে বেরিয়ে এসে তারা এই প্রবৃত্তি করতে তৎপর হয়। এক প্রকার ব্রিটিশ প্রশাসন যেন অচল হয়ে পড়ে। 1877-78 সালে বাখরগঞ্জ ছিল অপরাধ প্রবণ জেলাগুলির অন্যতম। এখানে চুরি, ডাকাতি হত্যার দিক থেকে এগিয়ে ছিল।[6]

সিরাজুল ইসলাম দেখিয়েছিলেন, Mr. Faddy একজন নীলকর ছিলেন তার গৃহতে ডাকাতি হয়েছিল। এই আক্রমণ হয়ে উঠেছিল মূলত নদীয়ার বিখ্যাত নেতা বিশ্বনাথ সর্দার এর নেতৃত্বে। এই কেসটি ভাল ভাবে নথিবদ্ধ আছে নদীয়ার 'জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এর ডায়েরীতে। তাঁকে বলা হচ্ছে H. Shakespeare 1808 সালের। Faddyএর গৃহতে আক্রমণ হয় মূলত ভোর 4টা নাগাদ। তার চৌকিদারদের পক্ষ থেকে তার গৃহ থেকে 5000 টাকার ধনসম্পত্তি সহ বহু জিনিসপত্র ডাকাতরা হরণ করে। Faddy চাকরবাকর, বাগান কর্তারা

© 2026 Subhajit Hazra. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

মারাত্মক ভাবে আহত হন। ক্রমশ তার অত্যাচার এই এলাকায় বেড়ে যেতে থাকে তা প্রমাণ করে। নভেম্বর 1808 সালে, 1808 সালে নভেম্বরে গভর্নর জেনারেল টাউন্সিল থেকে এক বিশাল সৈন্য পাঠানো হয় তাকে ধরার জন্য। সঙ্গে মেজিস্ট্রেট এর কিছু সৈন্যও যোগ দান করে। পরবর্তীকালে কিছু ডাকাত ধরা পড়লেও তিনি পালিয়ে যান।[7]

গবেষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য :

1. ডাকাতি ব্যবস্থা কেন বাংলায় সংঘটিত হত?
2. কীভাবে ডাকাতি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়?
3. ব্রিটিশ সরকারের এর পিছনে কী ভূমিকা ছিল?
4. গ্রামগঞ্জে ডাকাতির প্রভাব কতটা ছিল?

গবেষণা পদ্ধতি :

বিস্তার :

অষ্টাদশ শতক থেকে এই অপরাধ প্রবণ ডাকাতি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটলে সারা ঊনবিংশ শতকে এর পরিব্যপ্ত হয়েছিল। ডাকাতির হিসেবে বাংলায় 1840 সাল অব্দি কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু তার পরেই আরও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর পরে প্রায় 615টি ড্যাতি ঘটে 1849, 1852, 1856 যেখানে আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয় 786 এবং 774 এর বেশী।[8]

বিভিন্ন রিপোর্টে তথা সরকারী রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে এই সময় ডাকাতির বিস্তার ঘটেছিল পূর্ববাংলা তথা পঃ বাংলাতেও। এদের মধ্যে কয়েকটি হল—

বারাসাত— দুইজন মুসলমান যারা ডাকাতি করেন তারা হলেন কালাচাঁদ ও যাদু মুসলমান যারা গ্রেফতার হয়। এর পরেও দুই গ্যাং ধরা পড়ে এই জেলা থেকে।[9]

হাওড়া— হাওড়া জেলার ক্ষেত্রে ডাকাতির সংখ্যা ছিল বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন সাল অনুযায়ী দেওয়া হল—

বছর	সংখ্যা
1852	39
1853	23
1854	9
1855	3

উক্ত এই ডাকাতি বেশ কয়েক বছর ধরে হ্রাস পেয়েছে। এই জেলায় কমিশনার দেখেন মধু চাঙ যিনি সংঘটিত করেন 24টি ডাকাতি তিনি ডাকাতির পেশা আরম্ভ করেন 1841 সাল থেকে। তিনি স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক 11 বার গ্রেফতার হন। তাকে আদালতে তোলা হলে কিছু দিনের মধ্যে তার গ্যাং ধরা পড়ে।[10]

হুগলী— হুগলী জেলাতেও এই সময় অর্থাৎ 1850 দশকের প্রথম দিকে ডাকাতি বৃত্তি দেখা যায়। একটি পরিসংখ্যান হল—

বছর	সংখ্যা
1852	128
1853	93
1854	59
1855	33

মূলত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই জেলায় ডাকাতি বেশীর ভাগ যাত্রাকে কেন্দ্র করে হয়েছিল। চন্দননগর যাত্রাপথে একটি রাস্তায় খুব বিপজ্জনক ছিল যা ডাকাতি হয়েছিল।[11]

বর্ধমান— বর্ধমান জেলাতেও ডাকাতির মাত্রা উল্লেখযোগ্য ছিল। ডাকাতি কমিশনার রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে, এখানে লুকিয়েছিল মোগফকির ও গুহে শেখ দুইজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য যা ফকির গ্যাং হিসাবে মারাত্মক ছিল। এদের মধ্যে মোতা ফকির এর 1000 টাঃ ধার্য করা হয় মোতা ফকিরকে ধরার জন্য। এছাড়া সনাতন মণ্ডল ডাকাতির জন্য যথেষ্ট বিখ্যাত হয়েছিলেন এই অঞ্চলে। তিনি 9 বার গ্রেফতার হন। কিন্তু তিনি সদর কোর্টে দ্বারা পরবর্তী কালে ছাড়া পান। তবে বর্ধমানের ডাকাতি এর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে—

বছর	সংখ্যা
1852	65
1853	50
1854	47
1855	27

জমিদার-নীলকর বিরোধী ডাকাত :

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ডাকাতরা দেশীয় মানুষ হিসেবে দেশের প্রতি পাশে এসে দাঁড়ান। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জমিদার ডাকাত ছিলেন উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণ এর হয়ে তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। সমসাময়িক নথিপত্রে এদের 'দস্যু ডাকাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সমস্ত ডাকাতির প্রবৃত্তির ছিল দরীদ্র এর সেবা করা ধনীদের লুণ্ঠন করা। এদের মধ্যে বিশ্বনাথ বা 'বিশে ডাকাত' এর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিশ্বনাথ সর্দার যা করতেন তা হল ধনীর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে দরীদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। একবার বিশ্বনাথের দল সংবাদ পায় যে, নদীয়ার বর্তমানের ফ্যাডি সাহেব বাংলার সেই দিন কলকাতা থেকে বহু সহস্র টাকা দাদন দেবার চেষ্টা করেন। এই সংবাদে বিশ্বনাথ ফ্যাডির গৃহ আক্রমণ করেন।[13] বিশ্বনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী মোহিত রায় বলেছেন—

''বিশ্বনাথের দানের খ্যাতি লোকবিশ্রুত ছিল। কৃপণ, ধনীর যম ছিল বিশ্বনাথ। ডাকাতি করার অর্থ সে নিজে খুব কমই ভোগ করত, প্রায় সমস্ত অর্থই বিলিয়ে দিত দরিদ্র ও অসহায়

© 2026 Subhajit Hazra. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

জনসাধারণের মধ্যে। … দরিদ্র-পোষণই ছিল বিশ্বনাথের জীবনে ব্রত। বিশ্বনাথের প্রদত্ত অর্থে বহু দরিদ্র পরিবার প্রতিপালিত হয়েছে, বহু কন্যাদায় গ্রস্থ দরিদ্র পিতা উদ্ধার পেয়েছে।''[14]

অন্য একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডাকাত, রঘু ডাকাত এর নাম ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি যা লুঠ করতেন জমিদার বা নীলকরদের কাছ থেকে, তা সবই বিলিয়ে দিতেন দরীদ্রের সেবায় এবং দুর্ভিক্ষ হলে তার সেবায় হাত বাড়িয়ে দিতেন।[15]

উপসংহার :

ঊনবিংশ শতাব্দীর ডাকাতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর ফলে পুরোনো জমিদাররা তারা জমিদারী হারায় ও বহু কৃষক তার জমিজমা হারিয়ে নিঃস্ব হয় ফলে তারা বাধ্য হয় এই বৃত্তি অবলম্বন করতে। তবে এই ডাকাতিকে তারা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এই ডাকাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল জমিদার বা ধনীর বা ইংরেজ সরকারের গৃহে লুঠ করে দরীদ্রদের সেবায় তা বিলিয়ে দেওয়া। যা নানা ভাবে গরীব জনগণ তথা নিম্ন শ্রেণীর কৃষক উপকৃত হতেন। তবে, ব্রিটিশদের প্রবল দমননীতির ফলেও এই বৃত্তি দমানো যায়নি। প্রায় গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলায় সমাজকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। যা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

End Notes :

1. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, র‍্যাডিকাল, কোলকাতা, জানুয়ারী 2018, p. 438.
2. সুরঞ্জন দাস, Behind the Blackend Faces : The 19th Century Bengali Dacoits; Economic and Political Weekly, Vol. 42, No 35 (Sept-7, 2007) pp. 3573-3579, 2016, p. 3573. http://www.Jstor.org/stable/40276503
3. রঞ্জিত সেন, বাংলার সামাজিক ডাকাতি একটি প্রাথমিক প্রতিরোধ 1757-1793, অরুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, 1397 বঙ্গাব্দ, p. 3.
4. Ibid, p. 3.
5. Opp citt, Das, p. 3574.
6. সুনীল নায়ার, Tales of Crimes Past; A Casebook of Crime in Colonial India, Hachette, India 2022, p. 171.
7. সিরাজুল ইসলাম, Dacoity Crime and Administration in Early Colonial Nadia District in Bengal Province; International Journal of Humanities and Social Studies, Vol-III, Issue-IV, January, 2017, p. 71-72.
8. Iftikhar-Ul-Awwal, Anti-Dacoity Drive in Mid-Nineteenth Century Bengal; Journal of the Asiatic Society of **Bangladesh** Vol 35, No. 1, June 1990, p. 90.
9. Selections From the Records of The Government of Bengal, XXVI, Reports of Suppression of Dacoity in Bengal, 1855-56, Calcutta, p. xxxvii
10. Ibid., p. xxxvii
11. Ibid., p. xxxvii
12. Ibid. p. xxxviii
13. কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনী, কোলকাতা, 1317 বঙ্গাব্দ, p. 59.
14. সুপ্রকাশ রায়, Oppcitt এর শ্রী মোহিত রায় কুখ্যাত বিশে ডাকাত এর থেকে উক্তি p. 442.
15. সুনীতি দেবী, Bengal Dacoites and Tigers Calcutta, 1916, p. 25.

তথ্যসূত্র

1. রায় সুপ্রকাশ। *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*। কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল; **2018**।
2. নায়ার সুনীল। *Tales of Crimes Past: A Casebook of Crime in Colonial India*। নয়াদিল্লি: হ্যাশেট; **2022**।
3. মল্লিক কুমুদনাথ। *নদীয়া কাহিনী*। কলকাতা; **1317** বঙ্গাব্দ।
4. সুনীতি। ***Bengal Dacoites and Tigers***। কলকাতা; **1916**।
5. সেন রঞ্জিত। *বাংলার সামাজিক ডাকাতি: একটি প্রাথমিক প্রতিরোধ, **1757–1973***। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী; **1397** বঙ্গাব্দ।
6. গবেষণা প্রবন্ধ (Journal Articles)
7. **দাস সুরঞ্জন।** Behind the Blackened Faces: The 19th Century Bengal Dacoits। *Economic and Political Weekly*। 2016;42(35)।
8. **ইসলাম সিরাজুল।** Dacoity Crime and Administration in Colonial Nadia District in Bengal Province। *International Journal of Humanities and Social Sciences*। 2017;3(4)।
9. Awwal-Ul-Iftikhar। Anti-Dacoity Drive in Mid-Nineteenth Century Bengal। *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*। 1990;35(1)।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

Subhajit Hazra is a postgraduate scholar with an M.A. from Visva-Bharati University, Bolpur, Birbhum, West Bengal, India. He has an academic interest in interdisciplinary studies, literature, and social sciences. His research focus includes analytical understanding and scholarly engagement in contemporary academic discourse and emerging research areas in related fields.

© 2026 Subhajit Hazra. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/